দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 13 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

এটা যেন টোপ না হয়

গত শনিবার দৈনিক জনকণ্ঠে এক কৌতূহল উদ্দীপক রিপোর্ট পরিবেশিত হয়েছে– যার বিষয়বস্তু হলো উন্নত দেশের শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ছাত্র সংগঠনের নেতাদের বিদেশ পাঠানোর উদ্যোগ। রিপোর্টটিতে জানা গেল, উদ্যোগটি নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উদ্দেশ্য ঃ ছাত্রনেতাদের উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে চলে এবং সেখানকার ছাত্র সংসদগুলো কিভাবে কাজ করে তা প্রত্যক্ষভাবে দেখার ও তা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেয়া। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নাকি ধারণা জন্মেছে যে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা আর শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্রনেতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। উদ্দেশ্য এবং ধারণা দু'টোই মহৎ বলা যায়।

উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হয় এবং ছাত্র সংসদ কিভাবে চলে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুব বেশি থাকার কথা নয়। ছাত্রদেরকে সে অভিজ্ঞতার অংশীদার করতে কিংবা তদ্বারা প্রভাবিত করতে তাঁরা কতটা সচেষ্ট কিংবা কি পরিমাণ সময় ব্যয় করেন বা করতে পারেন সেটা তাঁরাই ভাল জানেন। তবে ক্যাম্পাসগুলোতে বিদ্যমান পরিস্থিতি সাক্ষ্য দেয় না যে, উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের সে ধরনের প্রয়াস ছিল বা আছে। কিংবা থাকলেও ছাত্র সংগঠন নামে পরিচিত সংগঠনগুলোর নেতা-উপনেতা ও ক্যাডারদের ওপর তার কোন প্রভাব পড়ে। আজকের দিনে উন্নত প্রযুক্তি, যোগাযোগ, স্যাটেলাইট টিভি ইত্যাদির কল্যাণে উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ও ছাত্র সংসদের কার্যক্রম বিষয়ে একেবারে অনবহিত থাকা ছাত্রনেতাদের তো বটেই, সাধারণ ছাত্রদের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই, একথা বলা যায় না যে, উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও ছাত্র সংসদ কার্যক্রম সম্পর্কে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র ও ছাত্রনেতারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমনকি মোনায়েমী যুগে যে ছাত্রনেতা নামধারী গুণ্ডারা ক্যাম্পাসে শিক্ষক পিটিয়ে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছিল তাদেরও অজ্ঞাত ছিল না শত শত বছর আগেকার আপ্তবচন 'ছাত্রানাং অধ্যয়নম তপঃ'।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে আজ যে নিত্য সন্ত্রাস চলছে, খুনোখুনি হচ্ছে, গোলাগুলি-বন্দুকযুদ্ধ হচ্ছে, শিক্ষার কার্যক্রম ব্যাহত ও বিঘ্নিত হচ্ছে, ছাত্র সংসদগুলো যে কাজ করছে না, ছাত্র সংসদের নির্বাচিত নেতারা যে আর ছাত্র নয়, তারা যে ব্যবসা করছে, ঠিকাদারী করছে, সংসদ পরিচালনার চাইতে অনুগত সশস্ত্র দলীয় ক্যাডার বা মস্তানদের সৈনাপত্যকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, চর দখলের মতো হল বা ছাত্রাবাস দখল করা ও দখলে রাখাকেই প্রাণ নেয়া আর প্রাণ দেয়ার মতো কাজ বলে গণ্য করছে– এ সবের জন্য দায়ী উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও ছাত্রসংসদ কার্যক্রম বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা নয়, অন্য কিছু। সেই অন্য কিছু কি তা ভালভাবেই জানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জানেন ছাত্রনেতারা, তাঁদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গড-ফাদার, গড-মাদাররা। জানেন দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রী-নেতারা। সেই অন্য কিছুটি, অর্থাৎ ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে মস্তাননির্ভর রাজনীতি করার অভ্যাসটি পরিত্যক্ত না হলে শুধু বাছাই করা দু'চারজন ছাত্রনেতাকে বিদেশ ভ্রমণ করিয়ে বাঞ্ছিত ফল লাভ না হবারই সম্ভাবনা বেশি। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখলেই ওদের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটে যাবে, ফিরে এসে ওরা শান্তির দূত বা বিদ্যার সাধক হয়ে যাবে– এটা কল্পনা হিসাবে যত চিত্তাকর্ষকই হোক, বাস্তবের আঘাতে অত্যন্ত ভঙ্গুর প্রমাণিত হতে বাধ্য।

আমাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগটি ভূপাতিত গাছের আগায় পানি ঢালার মতো। কিভাবে ক্যাম্পাসগুলোতে সদলবলে বিচরণকারী সন্ত্রাসীদের উৎখাত করা যাবে সে বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয়া উচিত আগে। তার পরেই ভাবা যেতে পারে ছাত্রনেতাদেরকে বিদেশী ক্যাম্পাসের অভিজ্ঞতা প্রদানের কথা। আগে অভিজ্ঞতাটি প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরিতে মন দেয়া উচিত। নতুবা লব্ধ অভিজ্ঞতা মগজেই থেকে যাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদেরকে পালাক্রমে বিদেশ ঘুরিয়ে আনার পরিকল্পনাটি একটা 'টোপ' হিসাবে কাজ করতে পারে বৈকি। 'টোপ' দানের রীতি এদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। টোপ দেয়া এবং টোপ গেলা পরিচিত ঘটনা। কিন্তু ওসব তো ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁদেরই একচেটিয়া কারবার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেপথ ধরেছে তা আমরা ভাবতে চাই না।